সমাপনী অনুষ্ঠান

শহীদ শায়খ উসামা বিন লাদেন
রহিমাহুল্লাহ

ধারাবাহিক “আলোর বাতিঘর” সিরিজ
পর্ব-৮

AN-NASR
AS SAHAB MEDIA

ধারাবাহিক “আলোর বাতিঘর” সিরিজ

পর্ব– ৮

সমাপনী অনুষ্ঠান

ইসলামের শহীদ

শাইখ উসামা বিন লাদেন

(রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AN-NASR

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ লীবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করবেন। সংশোধন করবেন পুরো উম্মাহকে”।

শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

‘আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছি, আমার সর্বস্ব দিয়ে আপনার সামনে সমাজের চিত্র স্পষ্ট করে তুলব”।

শাইখ আবু হামজা জর্দানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদদের কাছে যে স্বার্থ ও মনোবল থাকে, তা কাফেরদের কাছে থাকে না। আমাদের নিহতরা যায় জান্নাতে আর তাদের নিহতরা জাহান্নামে”।

মোল্লা দাদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“সত্যের জন্য অকাতরে জীবন দেব, তবু বাতিলের কাছে নত হব না”।

শাইখ আবুল লাইস আল-লীবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“উম্মাহর অনেক ভারী বোঝা বহন করতে হয় আমাদের”।

শাইখ আবু রুসমা ফিলিস্তিনী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“শাইখ আবু কাতাদা তেমন বড় কিছু করেননি। তিনি শুধু হক কথা বলতেন”।

শাইখ দোস্ত মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“আমরা আলেমদের উদ্দেশে বলব, আপনারা ইলম অনুযায়ী আমল করুন। কারণ আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ”।

শাইখ আব্দুল্লাহ সাইদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“জিহাদের মাধ্যমেই উম্মাহ জীবন লাভ করবে। আল্লাহ বলছেন,

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে ঐ কাজে ডাকে, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে’।”

শাইখ আবু উসমান আশ শিহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে এ মহান নেয়ামতের মূল্যায়ন করুন। হে আল্লাহর বান্দা, নিজেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ে অভ্যস্ত করে তুলুন”।

শাইখ আবু তালহা জার্মানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“আমরা জিহাদ করি আর বিজয়ের গান গেয়ে উম্মাহর মাঝে প্রাণ সঞ্চার করি”।

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লীবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

“প্রিয় পিতা, বিচ্ছেদের পরেই তো সাক্ষাৎ পর্ব আসে”।

শাইখ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

‘আপনাদের সাথে মিলিত হতে চাই, যাতে আপনাদের ঈমান থেকে নূর গ্রহণ করতে পারি”।

****

শাইখের কণ্ঠস্বর এখনও সমস্ত শহরগুলিতে গর্জনের ন্যায় শুনতে পাওয়া যায়,

প্রতিশোধ নাও! প্রতিশোধ নাও!! নিশ্চয়ই তোমাদের খুনের আলো দৃঢ় সঙ্কল্প বয়ে আনবে

প্রশ্নঃ

নতুন মার্কিন প্রশাসন দায়িত্ব প্রাপ্তির পর উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ না দেখিয়েই ইরাক আক্রমণ করেছে। তো এখন ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আপনারা কী ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন এবং মুজাহিদদের প্রতি আপনাদের পরামর্শ কী?

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহঃ ইরাকে সর্বশেষ মার্কিন আগ্রাসনের ঘটনা বর্তমান মার্কিন রাজনীতি কতটা ভঙ্গুর এবং তারা কতটা নির্বোধের মতো কাজ করতে পারে – সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। মার্কিন সরকার ও নতুন প্রশাসন চাচ্ছে, পরিবেশ উত্তপ্ত করে ইরাক আগ্রাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তিন থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের সফরের মধ্য দিয়ে "ইরাক প্রশাসনকে মার্কিন প্রশাসন শক্তিশালী করতে চাচ্ছে" বলে যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভের চেষ্টা মার্কিনীরা করেছিল, তা গত দশকের সবচেয়ে বড় ব্যর্থ মার্কিন প্রচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়েছে। উপরোক্ত মন্ত্রীর এটাই ছিল প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর। কিন্তু তার উদ্দেশ্য এতদঞ্চলে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

শুরুটা হয়েছে মিশর থেকে। তারপর উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। অবস্থা তো এমন দাঁড়িয়েছে যে, মার্কিন গণমাধ্যমগুলো - যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ভয়েস অব আমেরিকা' - তারা উপকূলীয় এসব অঞ্চলের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতার জন্য মার্কিন আগ্রাসনকে দায়ী করে তাদের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, উপকূলীয়

দেশগুলোর মিডিয়া - সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশ্ব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই।

যাইহোক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গিয়েছেন। নতুন মার্কিন প্রশাসনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে দেয়া 'বিবৃতি'গুলো খতিয়ে দেখলে সহজেই এ বিষয়টি বোঝা যায় যে, তারা আসলে তাদের আগ্রাসন নিয়ে একটি অনুতাপের ভিতরে রয়েছে। চাই সেটা রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ব্যাপারে হোক কিংবা এতদঞ্চলে তাদের আগ্রাসী প্রভাব ও কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে হোক। সর্বাবস্থায় দয়া ও অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই।

এবার আসি, ইরাক আগ্রাসন আমাদেরকে কি দিল?

আসলে বলতে গেলে এটি আমাদের জন্য সুসংবাদের বিষয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নাইরোবি ও দারুসসালামে যখন মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করলেন তখন শত্রু উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় নি। এমনিভাবে 'এডেন অপারেশনে' আল্লাহ তা'য়ালা মুজাহিদদেরকে বিজয় দিয়েছেন। শত্রু ভালভাবেই জানত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের ভাইদের মধ্যে কাদেরকে ডেস্ট্রয়ার অপারেশনের তাওফিক দান করেছেন এবং কারা এটি ঘটিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল না। নিজেদের দুর্বলতার কারণেই তারা এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না বোঝার ভান করে বসে ছিল।

যাইহোক এখন যা ঘটছে - সবই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সুদৃঢ় পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছে এবং আমরা সুসংবাদ পাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে আমরা আশাবাদী যে, তিনি আমাদের আপনাদের সকলকে দৃঢ়তা দান করবেন এবং মুজাহিদ ভাইদেরকে বিজয় দান করবেন। আলহামদুলিল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

কিছু লিখিত প্রশ্নের মধ্য থেকে একটি প্রশ্নঃ

বিসমিল্লাহ। আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

ফজিলতুশ শাইখ!

অতিসম্প্রতি প্রচারিত হচ্ছে যে, আমেরিকা আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যেতে চাচ্ছে। অর্থাৎ আপনার কাছে তাদের দাবী হলো, আপনি তাদেরকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেবেন এবং ভবিষ্যতে কখনো ইউএসএস নেভিতে বিস্ফোরণ, নাইরোবি ও দারুসসালাম অপারেশনের মত ঘটনা ঘটিয়ে তাদেরকে আঘাত করবেন না। তো এ বিষয়ে তারা আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা যেতে চাচ্ছে - প্রচারিত এ সংবাদ কতটুকু সঠিক? যদি সঠিক হয়ে থাকে তবে এ বিষয়ে আপনাদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা কী?

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ (হাস্যরত):

আলহামদুলিল্লাহ। আমি বলবো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার অনুগ্রহে, তাঁর পক্ষ থেকে তাওফিক প্রাপ্ত হয়ে কিছু যুবক মুজাহিদ ভাই - নাইরোবি ও দারুসসালামে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করতে পেরেছেন। এমনিভাবে ইউএসএস নেভিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। এখন এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিনীরা বেশ কয়েকবার বিভিন্ন মাধ্যমে কিছু পত্র আমাদের কাছে পাঠাতে চেষ্টা করেছে।

সেসব পত্রের সারসংক্ষেপ হল—যাকে বলে— আলাপ-আলোচনা ও সন্ধিচুক্তি। টেলিভিশন চ্যানেল 'এনবিসি' যা আমেরিকার অভ্যন্তরে সবচেয়ে বড় টেলিভিশন চ্যানেল - তারা নাইরোবির ঘটনার আট সপ্তাহ আগে আমাদের সাথে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিল।

সংবাদবাহক সাক্ষাৎকারে আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সংবাদ নিয়ে যান। অতঃপর যখন আমেরিকায় পৌঁছেন তখন সিআইএ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারটি পরবর্তীতে টেলিভিশনে প্রচার হয়।

তো সেই সাক্ষাৎকারে আমার বক্তব্য থেকে আমাদের কার্যক্রম ও কর্মসূচির সম্ভাব্য সময়সীমা আঁচ করার একটি সুযোগ আমি দিয়েছিলাম। তাই সেই সাংবাদিক কিছুটা জোর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন যে – 'উসামা বিন লাদেনের বক্তব্যে এবার আমরা নতুন যা পেয়েছি তা হলো - আগামী ছয় সপ্তাহের ভেতর মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ'।

নাইরোবির ঘটনা ছিল সাংবাদিকের এই মন্তব্যের আট সপ্তাহ পর। তো এই চ্যানেল ইউএসএস নেভি বিস্ফোরণের ঘটনার আগে পরে বহুবার আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছে। তাদের পাঠানো প্রশ্নের অর্ধেকই এই বিষয়ে। কয়েকটি প্রশ্নে তারা বলেছে: 'যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ জাজিরাতুল আরব থেকে বের হয়ে চলে যায়, তাহলে কি আপনারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করবেন'?

অনেকগুলো ফ্যাক্সে তারা এ প্রশ্নটিই রিপিট করেছে। বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্নভাবে এনবিসি সহ অন্যান্য মার্কিন সাংবাদিকরা বিষয়টি জানতে চেয়েছে। এ বিষয়ে সর্বশেষ যে প্রশ্ন এসেছে সে ঘটনাটি বলছি।

একজন মার্কিন সাংবাদিক আমাদের এখানে এসেছেন এবং আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন। তালেবান কর্তৃপক্ষ রাজি হননি। তার প্রশ্ন ছিলঃ "১৯৯১ সালে অর্থাৎ হিজরি ১৪১১ সালে কুয়েত স্বাধীন হবার পর যদি মার্কিন প্রশাসন জাজিরাতুল আরব থেকে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে চলে যেত তাহলে কি আপনারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াই আরম্ভ করতেন"?

পরবর্তী প্রশ্ন ছিলঃ "বর্তমান বুশের নেতৃত্বাধীন আমেরিকার নতুন প্রশাসন যদি এখন জাজিরাতুল আরব থেকে বের হয়ে চলে যায় তাহলে আপনারা লড়াই বন্ধ করতে রাজি আছেন কি"?

তো সাংবাদিকদের বক্তব্য এ নিয়েই হয়ে থাকে। তবে বুশ এর পক্ষ থেকে আগেও এমন প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি। মার্কিনীদের দেয়া অফারটি ছিল এমন – 'তোমরা আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরাও তোমাদেরকে ছেড়ে দিব এবং শাইখ ওমর আব্দুর রহমানকে মুক্ত করে দেব'।

কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা এত ছোট নয়। এখানে গোটা উম্মাহর ভবিষ্যৎ জড়িত। বিষয়টি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। মহৎ এই কালেমা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য আমাদের সামনে। এ প্রসঙ্গে এটাই আমাদের বক্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমরা আশাবাদী তিনি শত্রুবাহিনীকে ব্যর্থ করে দেবেন এবং তাদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করবেন। জাযাকুমুল্লাহ খাইরান।

আসর নামাজের পূর্বে একটি লিখিত প্রশ্নঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইউএসএস নেভি বিস্ফোরণ ঘটনার ফলাফল কি?

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহঃ আসলে সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এই অপারেশনের ফলাফল খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। সময় যত গড়াতে থাকবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে - তখন একদিন মানুষ বুঝতে পারবে। আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে আত্মত্যাগী কিছু ভাই মহান এই অপারেশন পরিচালনা করেছেন (আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে আশাবাদী তিনি তাদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করবেন। স্মরণ করছি সাহসী ভাই ইব্রাহিম সাওরকে এবং মুসাওয়াত চ্যানেলের আমাদের ভাইকে। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে আশাবাদী তিনি তাদের শ্রমকে কবুল করবেন)।

আসলে এই ঘটনাটি উম্মাহর জন্য ইতিহাসের উচ্চাসনে আরোহণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক। এবিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, "এই মার্কিন তাগুত আজ মানুষের জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করছে। আরব-অনারবের শাসকগোষ্ঠী তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পরিবর্তে তার আনুগত্যে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছে। গোটা এই অঞ্চলের জন্য তারা হুমকি হয়ে আছে। তাদের যুদ্ধজাহাজ ও নৌযানের মাধ্যমে তারা এতদঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। আর এর ফলে এখানকার শক্তিধর ও প্রতিপত্তিশালীরাও তার কাছে মাথা নত করে রেখেছে।

এ অবস্থায়, হঠাৎ কতক ঈমান ও ইয়াকিনের অনুসারী, মজবুত বিশ্বাস ও আস্থার অধিকারী আল্লাহর বান্দা (আমরা তাদেরকে এমনি মনে করি এবং এ বিষয়ে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট) নিজেদের দ্বীনদারীর ব্যাপারে এই তাগুতের কাছে নত হতে অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দয়া, অনুগ্রহ, তাওফিক ও সাহায্য নিয়ে এই তাগুত গোষ্ঠীর বিরাট যুদ্ধজাহাজকে আঘাত করেছে।

মার্কিন রাজনীতি, অর্থনীতি ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এ হামলার ফলাফল অনেক সুদূরপ্রসারী। এর কারণে তারা নিরাশা ও হতাশায় ডুবে গিয়েছে। এ ঘটনার পর তারা ঘটনাস্থলে অ্যাডমিরাল ও জেনারেলদেরকে প্রেরণ করে তদন্তের নির্দেশ

দিয়েছিল। তাদেরকে এর ফলাফল ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল।

তদন্ত শেষে যখন তারা ফিরে গিয়েছে, তখন 'ভয়েস অব আমেরিকা'সহ তাদের সকল নিজস্ব মিডিয়াগুলো এ বিষয়ে নিউজ করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তদন্তকারীদের প্রথম বক্তব্য ছিল, 'আক্রমণ অনেক ভয়ানক ছিল এবং এর ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর'। আগে-পরে সর্বাবস্থায় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই।

এ হামলার পরে আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা হিসেবে যোগাযোগ মাধ্যমগুলো থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল—এটা সত্য। তাদের প্রশ্নের মূলে ছিল, 'আপনাদের শত্রুতা কি গোটা পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে নাকি বিশেষভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে?' 'পশ্চিমা বিশ্বের কোন বিষয় কি আপনাদের রুচি বা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল রয়েছে? থেকে থাকলে সেটি কী?' ইত্যাদি।

অর্থাৎ তারা মুজাহিদদের পশ্চিমাবিরোধী মানসিকতা যাচাই করে দেখতে চাচ্ছিল যাতে করে প্রকাশিত এই প্রতিক্রিয়াকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দয়ায় মুজাহিদরা এ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পেরেছিলেন। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করি – তিনি যেন আমাদের আপনাদের সকলকে দ্বীনের উপর অটল-অবিচল রাখেন।

নামাজের আগে সর্ব শেষ কথাঃ

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহঃ নামাজের আগে আমি আমাদের আজকের আলোচ্য হামলা বিষয়ে আমাদের ভাই মুহান্নাদ রচিত কিছু পঙক্তি উল্লেখ করতে চাই। নৌযান বিস্ফোরণ সম্পর্কিত এই পঙক্তিমালা উল্লেখে আমি বেশ আগ্রহী। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা রাখি, তিনি এর মাধ্যমে শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং মুসলমানদেরকে সম্মানিত করবেন।

ভূমিকাও আমাদের মুহান্নাদ ভাইয়ের। সেই সঙ্গে রয়েছে শাইখ আবু সুলাইমান মৌরিতানী রচিত তিনটি পঙক্তি।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার নেয়ামতের মাধ্যমে নেক কাজসমূহ সম্পাদিত হয়ে থাকে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর; বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন ও সাথীবর্গের উপর।

হামদ ও সালাতের পর..

আমি এই পঙক্তিমালা উপহার দিচ্ছি সেসব ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে আমাদের ধারণায় যারা জান্নাতের সবুজকাননে আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছেন। আমাদের এই ধারণা সত্যায়নে আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্য যথেষ্ট।

আমার এই উপহার তাদের জন্য - যারা পরাজয়ের পরেও উম্মাহর ফিকিরে নিজেদেরকে নিমগ্ন রেখেছেন। যারা নিজেদের ক্ষতের রক্ত দিয়ে উম্মাহর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা মুছে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

এই উপহার তাদের প্রতি - যারা আল্লাহর শত্রুদের ক্ষতি সাধন করেছেন, আল্লাহর দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করেছেন। তাদের জন্য যারা এডেনে আল্লাহর শত্রুদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করেছেন এবং বিশ্বসভায় কুফরি শক্তিকে লাঞ্ছিত করেছেন।

এ উপহার তাদের প্রতি - যারা নাইরোবি ও দারুসসালামে শত্রুদেরকে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। আমার এই পঙক্তিমালা একইসঙ্গে শত্রুপক্ষের জন্যও - যাতে তারা ক্রোধে জ্বলে ওঠে। তারা নিজেদের দম্ভের কারণে আত্ম-প্রতারণার স্বীকার ছিল। ফলে আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে তাদেরকে ধরেছেন যে, তারা কল্পনাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন।

অন্তঃকরণ আজ প্রফুল্ল হলো, শত্রুদল শ্বাসরুদ্ধ হল, জিহাদের রাজপথ আলোয় উদ্ভাসিত হলো,

অন্ধকার ভূমিতে রঙিন স্বপ্ন নেচে উঠলো, শত্রুপক্ষ তাদের জন্য বরাদ্দ মন্দ পরিণামের সুসংবাদ লাভ করল।

হে যুগের কুফরি শক্তি! তোমরা নিবৃত্ত হও, তোমাদের দুর্ভাগা মস্তক চূর্ণ করতে আমরা আসছি,

ঐ সত্তার কসম যিনি কুফুরি উচ্ছেদকারী নবীকে ইসরা (অলৌকিক ঐশী সফর) করিয়েছেন, কখনোই আমরা বিজাতীয় আগ্রাসন এবং আমাদের ১ ইঞ্চি মাটি ছেড়ে দাঁড়াতে রাজি হব না।

অচিরেই আমরা ইহুদি গোষ্ঠী ও তাদের লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত লোকদের সুবিধাদি কেড়ে নিয়ে জগতের আপদ দূর করব।

তাদের দ্বারা সৃষ্ট অনিষ্ট ও অনর্থ থেকে জমিনকে পবিত্র করব, তাদের অনুচরদের বিশৃঙ্খলা রোধ করব।

অচিরেই তারা শস্য-শ্যামলহীন অনুর্বর প্রান্তরে নিজেদেরকে আবিষ্কার করবে আর তখন তাদের অহমিকার অবসান ঘটবে, তারা নির্বোধ ও হতভম্ব হয়ে যাবে।

তোমরা ভেবেছ পৃথিবীটা তোমাদের খেলার বস্তু, আর তোমরা আমাদের ভূমিতে আমির-ওমারা,

অতঃপর যখন নিজেদের প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে তোমরা আবদ্ধ হয়ে পড়লে, অধিকাংশই যখন সীমা লঙ্ঘন করলে এবং তোমাদের লজ্জা যখন মরে গেল,

তখনই আল্লাহর তরবারি সমূহ কোষমুক্ত হলো, পৃথিবীর জঞ্জাল পরিষ্কার করল, জগতকে আলোয় উদ্ভাসিত করল।

আমাদের সিংহের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরিত হলো, আর ধর্মদ্রোহের সিংহাসন ধুলোয় মিশিয়ে দিল।

নীরবতা ছেদ করে এক বিধ্বংসী জাহাজ নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, মুহূর্তেই সবকিছু জঞ্জালে পরিণত হল।

তোমাদের স্বপ্নের বেলুনগুলো দুঃস্বপ্নের কাঁটায় ফেটে গেল, আশাগুলো নিরাশায় ছেয়ে গেল, দিগন্ত তোমাদের জন্য অন্ধকার বয়ে আনলো।

অপরদিকে কিছু জীবন্ত আত্মা শাহাদাত ও রবের সাক্ষাতের তরে ঊর্ধ্বপানে ছুটে গেল।

ও হে আমাদের শহীদেরা! উম্মাহর আকাশের হে জ্বলন্ত নক্ষত্ররাজি!

তোমরা তোমাদের রক্ত দিয়ে প্রজন্মের বিজয়কে সিঞ্চিত করেছ, অপরিচিত ও গুরাবা হবার মর্যাদা তোমরা অধিকার করেছো।

যদি তোমরা জান্নাতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে থাকো তবে শুভেচ্ছা গ্রহণ করো, আর শুনে রাখো তোমাদের রেখে যাওয়া দায়িত্বের প্রতি আমরা একনিষ্ঠ দায়িত্বশীল।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তাকবীর আল্লাহু আকবার

আমরা আবারও আমাদের ভাই ওমরের জন্য বরকতের দোয়া করছি। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে আশাবাদী, তিনি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য বরকতের ফয়সালা করবেন এবং তাদেরকে নেককার মুজাহিদ সন্তান-সন্ততি দান করবেন। আমরা সুন্নতি দোয়া পাঠ করছি—

بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বরকত দিন। তোমাদের উভয়ের উপর বরকত বর্ষণ করুন। কল্যাণের সঙ্গে উভয়কে পরস্পরে জড়িয়ে রাখুন।

এমন শুভ উপলক্ষ ও আনন্দের সময়গুলোতে আসলে ভাষা নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল। রাগের অবস্থায় আর আনন্দের সময় - মানুষ নিজের ভাষা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে দুয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে এই দুই সময়ে তাকওয়ার সাজে সজ্জিত রসনা দান করেন।

এই সাক্ষাতের জন্য কতক ভাই রীতিমতো প্রতিযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে যথাযথ প্রতিদান দান করুন।

কিন্তু সকলের জন্য সঙ্গে তো আসলে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ সহজ ব্যাপার নয়। কতক ভাই আমাদের ব্যাপারে স্তুতিমূলক অনেক কিছুই বলেছেন। তারা আসলে না জেনেই বাড়িয়ে বলেছেন। আমি নগণ্যের প্রশংসায় তারা কাব্য আবৃত্তি করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে দুয়া করি- তিনি যেন তাদের অজানা আমার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন তাদের ধারণার চেয়েও অধিক উত্তম হিসেবে আমাকে কবুল করেন।

ভাইদের কাছে আমি আশাবাদী - তারা এমন প্রশংসাকীর্তন থেকে বিরত থাকবেন। আর তাদের আন্তরিকতার কারণে মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে যথাযথ কল্যাণকর প্রতিদান দান করুন।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আনন্দঘন এই মুহূর্তে অনেক ভুল-ত্রুটি আমাদের দ্বারা হয়ে যেতে পারে কথাবার্তায় আচার-আচরণে—সে সবের জন্য।

পরিশেষে আমরা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সালাত ও সালামের দোয়া করছি। সেই সঙ্গে মহান রবের কাছে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীবর্গের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.

****